যুগান্তর

তারিখ ... 4 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খেলোয়াড়দের উচ্চ শিক্ষার বন্ধ দুয়ার ফের খুলছে

মোজাম্মেল হক চঞ্চল

খেলোয়াড়দের উচ্চ শিক্ষার রুদ্ধ দুয়ার আবার খুলছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খেলোয়াড় ভর্তি কোটা সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। একটা সময় ছিল যখন তারকা খেলোয়াড়দের ভর্তি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত। জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়মিত অংশ নিত। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে জয়ের জন্য দক্ষ ও যোগ্য খেলোয়াড়দের ভর্তি করে নিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গোলকিপার ওয়াহেদুজ্জামান পিন্টু, কায়সার হামিদ, নুরুল ইসলাম, মাসুদ রানা, ইকবালরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলে নিয়মিত খেলেছেন। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝির পর খেলোয়াড়শূন্য হতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। খেলোয়াড়দের পরিবর্তে অখেলোয়াড়দের ভর্তির প্রতিযোগিতা চলে। দলীয়করণের মাধ্যমে খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি হন রাজনৈতিক কর্মীরা। এমনও দেখা গেছে জীবনে ফুটবলে লাথি দেননি, তিনিও ভর্তি হয়েছেন ফুটবলারের কোটায়। সাঁতার জানেন না। ভর্তি হয়েছেন সাঁতারু হিসেবে। ক্রিকেটের ব্যাট জীবনে কোনদিন হাতে ওঠেনি, তিনিই হলেন ক্রিকেটার। বছরের পর বছর ধরে এই অসুস্থ ধারা চলে আসছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। ফলশ্রুতিতে বিগত প্রায় এক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খেলোয়াড় কোটা বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খেলোয়াড় ভর্তি কোটা সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত

নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রীড়াচর্চা অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীরা অবসরে আর খেলার মাঠে সময় কাটান না। মাঠগুলো অযত্ন-অবহেলায় খেলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়াবিমুখতা চিন্তিত করে তোলে সরকারের নীতিনির্ধারকদের। বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলোয়াড় কোটায় ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে ২০০৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ওই স্মারক অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক নিয়োগ, মাঠের ব্যবস্থা থাকা, পাঠ্যসূচিতে ক্রীড়া শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি এবং পরীক্ষায় ১০০ মার্কস ক্রীড়াবিষয়ক রাখার ব্যবস্থা ছিল। সমঝোতা স্মারকের বেশিরভাগ শর্ত পূরণ হলেও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির সিদ্ধান্তটি এতদিন ঝুলেছিল। বৃহস্পতিবার সেই জট খুলেছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শতকরা ২ ভাগ খেলোয়াড় কোটায় ছাত্র ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আগে এই কোটা ছিল শতকরা পাঁচ ভাগ। সভায় শিক্ষা ও যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভাসূত্রে জানা গেছে, এখন থেকে খেলোয়াড় কোটায় যাতে অন্য কেউ ভর্তি হতে না পারে সেজন্য কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। প্রকৃত খেলোয়াড় নির্বাচনে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এর মাধ্যমে খেলোয়াড়দের উচ্চ শিক্ষার বন্ধ দুয়ার আবার খুলে যাবে বলে আশা করেছেন সংশ্লিষ্টরা।